Toppersnotes®
Unleash the topper in you

WBCS

Prelims

West Bengal Civil Service (WBCS)

Volume - 4

ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি (Indian Polity & Economy)

SIERRA INNOVATIONS

INDEX

ভারতীয় রাজনীতি (Indian Polity)		
1.	ভারতের সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমি	1
2.	ভারতীয় সংবিধান গঠনের ইতিহাস (Making of the Constitution)	8
3.	ভারতীয় সংবিধানের উৎসসমূহ (Sources of the Indian Constitution)	11
4.	ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of the Indian Constitution)	13
5.	ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble of the Indian Constitution)	15
6.	ভারতীয় ইউনিয়ন ও তার এলাকা (Union and Its Territory)	17
7.	মৌলিক অধিকার	22
8.	রাষ্ট্রের নীতিগত নির্দেশাবলী (Directive Principles of State Policy - DPSP)	24
9.	মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties)	27
10.	ভারতের রাষ্ট্রপতি	29
11.	ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি	32
12.	ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মহা হিসাব পরীক্ষক (CAG)	34
13.	ভারতের সংসদ (The Parliament of India)	36
14.	ভারতের রাজ্য বিধানসভা	39
15.	রাজ্যপাল (The Governor)	41
16.	ভারতের বিচার ব্যবস্থা (Judiciary System of India)	43
17.	দলত্যাগ বিরোধী আইন (Anti-Defection Law)	47
18.	ভারতের সংবিধানে জরুরি পরিস্থিতির বিধান	49

19.	ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন (Amendments)	53
20.	ভারতের সংবিধান: একটি সারসংক্ষেপ (Indian Constitution Overview)	55
21.	কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্ক (Centre–State Relations)	58
22.	পঞ্চায়েতি রাজ	61
23.	মিউনিসিপ্যালিটি	63
24.	ভারতের সংবিধানের তফশিল (Schedules)	65
	ভারতীয় অর্থনীতি (Indian Economy)	
25.	ভূমিকা – অর্থনীতি Introduction-Economy	67
26.	জাতীয় আয় (National Income)	69
27.	অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র (Sectors of The Economy)	71
28.	ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India)	73
29.	ভারতে ব্যাংকিং (Banking In India)	76
30.	দ্রা (MONEY)	80
31.	মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যবসায়িক চক্র (Inflation And Business Cycle)	81
32.	ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning In India)	83
33.	ভারতে কর কাঠামো (Tax Structure In India)	86
34.	ভারতে সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Finance In India)	88
35.	ভারতে বাহ্যিক ক্ষেত্র (External Sector In India)	90
36.	ভারতে মানব উন্নয়ন (Human Development In India)	92
37.	অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা	94
38.	অর্থনীতির ওয়ান লাইনার	98

1 অধ্যায়

ভারতের সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ (১৭৭৩–১৯৪৭)

ব্রিটিশ আগমন ও কোম্পানির শাসন (১৬০০ - ১৮৫৮)

ব্রিটিশরা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (EIC) নামে ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতে আসে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামেও পরিচিত।

১৬০০ সালে এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (ইস্ট ইন্ডিজ) সাথে বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূলত ভারতীয় উপমহাদেশ এবং চীনের সাথে বাণিজ্য পরিচালনা করত।

১৭৬৫ সালে, কোম্পানি বেঙ্গল, বিহার ও ওড়িশার রাজস্ব ও নাগরিক বিচারাধীন অধিকারের (দিবানী) অধিকার লাভ করে।

১৮৫৮ সালে, সিপাহি বিদ্রোহের পর, ব্রিটিশ মুকুট সরাসরি ভারতের শাসন গ্রহণ করে।

কোম্পানি শাসন (১৭৭৩-১৮৫৮)

রেগুলেটিং অ্যাক্ট ১৭৭৩

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপ।
- কোম্পানির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।
- বেঙ্গলের গভর্নরকে গভর্নর-জেনারেল অফ বেঙ্গল নিযুক্ত করা হয়।
- গভর্নর-জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য ৪ সদস্যের একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়।
- প্রথম গভর্নর-জেনারেল: লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ।
- বোম্বে ও মাদ্রাসের গভর্নররা বেঙ্গলের গভর্নর-জেনারেলের অধীনস্থ হন।
- ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৩ জন বিচারক ছিলেন।
- কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া এবং উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৭৮১ সালের অ্যাক্ট অব স্যাটেলমেন্ট ১৭৭৩ সালের আইন সংশোধন করে।

পিট-এর ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৭৮৪

- কোম্পানির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করা হয়।
- বাণিজ্যিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।
- রাজনৈতিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠন করা হয়।
- দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় অঞ্চলগুলোকে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত ভূখণ্ড বলা হয়।

চার্টার অ্যাক্ট ১৮৩৩

- ভারতের কেন্দ্রীকরণের চূড়ান্ত ধাপ।
- বেঙ্গলের গভর্নর-জেনারেল ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল হন।
- প্রথম গভর্নর-জেনারেল অফ ইন্ডিয়া: লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ।
- ১৮৩৩ সালের পূর্ববর্তী আইনগুলো রেগুলেশন নামে পরিচিত, তারপরে অ্যাক্ট নামে অভিহিত।

- কোম্পানি সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হয়।
- সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের জন্য খোলা প্রতিযোগিতার প্রবর্তন (শুরুর প্রচেষ্টা, পরবর্তীতে সম্পূর্ণরূপে চালু)।
- ভারতীয়দের পদাধিকার গ্রহণে বাধা ছিল, তবে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদের বিরোধিতা ছিল।

চার্টার অ্যাক্ট ১৮৫৩

- ব্রিটিশ সংসদ কর্তৃক প্রণীত সর্বশেষ চার্টার আইন।
- একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়, যা ক্ষুদ্র সংসদ হিসেবে কাজ করত।
- সিভিল সার্ভিসে খোলা প্রতিযোগিতা চালু।
- ১৮৫৪ সালে ম্যাককালে কমিটি সিভিল সার্ভিস সংস্কারের জন্য গঠন করা হয়।
- প্রথম ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

মুকুট শাসন (১৮৫৮ - ১৯৪৭)

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৮৫৮

- সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) পর পাশ হয়।
- ভারতের উন্নত শাসনের জন্য আইন হিসেবে পরিচিত।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত ও ব্রিটিশ মুকুট সরাসরি শাসন গ্রহণ করে।
- ভারতের গভর্নর-জেনারেলকে ভারতের ভাইসরয় বলা হয়।
- প্রথম ভাইসরয়: লর্ড ক্যানিং ।
- বোর্ড অফ কন্ট্রোল ও কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস বিলুপ্ত।
- সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া গঠন করা হয়, যিনি ব্রিটিশ সংসদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন।
- সেক্রেটারিকে সাহায্য করতে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (১৫ সদস্য) গঠন।
- অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত একক প্রশাসন।
- প্রদেশ শাসনগুলো ভারতের সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত।
- আইন, নির্বাহী ও সামরিক ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের কাছে কেন্দ্রীভূত।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট ১৮৬১

- নির্বাহী কাউন্সিলে অ-সরকারি সদস্যদের বিধানসভা কাজের জন্য অন্তর্ভুক্তি।
- ভাইসরয় ভারতীয়দের বিধান পরিষদে মনোনীত করতে পারতেন।
- বেঙ্গল (১৮৬২), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (১৮৬৬), ও পাঞ্জাব (১৮৯৭) -এ বিধান পরিষদ প্রতিষ্ঠা।
- পোর্টফোলিও সিস্টেম স্বীকৃত (১৮৫৯ সালে লর্ড ক্যানিং প্রবর্তিত)।
- ভাইসরয়কে আদেশ জারি করার ক্ষমতা প্রদান।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট ১৮৯২

- বিধান পরিষদগুলো বাজেট আলোচনা এবং প্রশ্ন করার ক্ষমতা পায়।
- ভাইসরয় অ-সরকারি সদস্য মনোনয়নের অনুমতি পায়।

মর্লে-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯)

- ভাইসরয়: মিন্টো, সেক্রেটারি অফ স্টেট: মর্লে।
- বিধান পরিষদে নির্বাচন প্রবর্তন।

Toppersnotes Unleash the topper in you

- ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি।
- ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদের প্রথম ভারতীয়: সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিনহা ।
- মুসলিমদের জন্য পৃথক ভোটাধিকার চালু (সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতির প্রথম পদক্ষেপ)।
- মিন্টো 'সম্প্রদায় ভিত্তিক ভোটাধিকার-এর পিতা' হিসেবে পরিচিত।

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯১৯ (মন্ট্যাগু-চেলমসফোর্ড সংস্কার)

- প্রদেশে দ্বৈত শাসন (ডায়ারকি) চালু।
- বিষয়গুলো ভাগ করা হয়:
  - ✓ স্থানান্তরিত বিষয় (মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে, সংসদের কাছে দায়বদ্ধ)।
  - ✓ সংরক্ষিত বিষয় (গভর্নর ও নির্বাহী পরিষদের নিয়ন্ত্রণে)।
- কেন্দ্রে দ্বি-সদনীয় আইনসভা:
  - ✓ উচ্চকক্ষ: কাউন্সিল অফ স্টেট (৬০ সদস্য, ৩৪ জন নির্বাচিত)
  - ✓ নিম্নকক্ষ: লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (১৪৪ সদস্য, ১০৪ জন নির্বাচিত)
- পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন।
- সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব সিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, অ্যাঙ্গ্লো-ইন্ডিয়ান ও ইউরোপীয়দের জন্য বাড়ানো।

সাইমন কমিশন (১৯২৭)

- ৭ সদস্যের ব্রিটিশ-only কমিটি।
- ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বয়কট।
- দ্বৈত শাসনের বিলুপ্তি সুপারিশ।
- ফলস্বরূপ রাউন্ড টেবিল সম্মেলন (১৯৩০-৩২) অনুষ্ঠিত।

কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড (১৯৩২) ও পুনে চুক্তি

- রামসে ম্যাকডোনাল্ডের কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড (১৯৩২) অ-ছাড়পত্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য পৃথক ভোটাধিকার বাড়ায়।
- মহাত্মা গান্ধী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।
- গান্ধী ও আম্বেদকরের মধ্যে পুনে চুক্তি (১৯৩২) হয়।
- সংবিধানে অনুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রেণির জন্য পৃথক ভোটাধিকার ছাড়াই সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ।

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫

- একটি ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব (বাস্তবায়িত হয়নি)।
- ক্ষমতা ভাগ করা হয়:
  - ✓ ফেডারেল লিস্ট (৫৯টি বিষয়)
  - ✓ প্রভিন্সিয়াল লিস্ট (৫৪টি বিষয়)
  - ✓ কনকারেন্ট লিস্ট (৩৬টি বিষয়)
- অবশিষ্ট ক্ষমতা ভাইসরয়ের হাতে।
- প্রদেশে দ্বৈত শাসন বিলুপ্ত, কেন্দ্রে চালু করার প্রস্তাব (বাস্তবায়িত হয়নি)।
- সংরক্ষিত ভোটাধিকার সম্প্রসারিত (অ-ছাড়পত্র জাতি, নারী, শ্রমিক)।
- মোট জনসংখ্যার ১০% কে ভোটাধিকার প্রদান।
- রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) প্রতিষ্ঠা (১৯৩৫)।

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) প্রতিষ্ঠা

- হিলটন-ইয়ং কমিশনের সুপারিশে ১৯২৬ সালে RBI প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।
- ১৯৩৫ সালে কলকাতায় (বর্তমান কলকাতা) RBI গঠিত।
- ১৯৩৭ সালে RBI মুম্বাই (বোম্বে) তে স্থানান্তরিত।

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫

প্রাদেশিক ও যৌথ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন।

ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠা।

বৈশিষ্ট্য	**বিস্তারিত**
প্রতিষ্ঠার বছর	১৯৩৭
স্থান	দিল্লি
আসন	সংসদ ভবনের প্রিন্সেস চেম্বার
প্রথম প্রধান বিচারপতি	মেরিস গুইয়ার
মন্তব্য	বর্তমান সুপ্রীম কোর্ট ২৮ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

- ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যার ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ শাসন ৩০ জুন ১৯৪৮ এর মধ্যে ভারতে শেষ হবে।
- মুসলিম লীগ ভারতের বিভাজনের দাবি জানায়।
- ৩ জুন ১৯৪৭, সরকার ঘোষণা করে যে সংবিধান বাধ্যতামূলক নয় যারা না চায় তাদের জন্য।
- একই দিনে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিভাজন পরিকল্পনা (মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা) উপস্থাপন করেন।
- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে।

ভারত স্বাধীনতা আইনের মূল ধারা, ১৯৪৭

- ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ও ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ভারতকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা।
- দেশকে ভারত ও পাকিস্তানে ভাগ করার বিধান।
- ভাইসরয়ের পদ বাতিল ও প্রতিটি ডোমিনিয়নের (ভারত ও পাকিস্তান) জন্য গভর্নর-জেনারেল নিয়োগের বিধান।
- সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান সভাগুলিকে ক্ষমতা প্রদান।
- ১৪ আগস্ট ১৯৪৭-এ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বিলুপ্ত।
- প্রিন্সলি রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়:
  - ✓ ভারত যোগদান
  - ✓ পাকিস্তান যোগদান
  - ✓ স্বাধীন থাকা
- সিভিল সার্ভেন্টদের সকল সুবিধা বজায় রাখার সুযোগ।

স্বাধীনতা পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগসমূহ

পদবী	**ব্যক্তি**
স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী	জওহরলাল নেহরু (শপথগ্রহণ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দ্বারা)
পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল	মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

ভারতের সংবিধান নির্মাণের ঐতিহাসিক পর্ব (১৯৪৭ সালের আগে)

প্রধান ঘটনা ও আইনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বছর	আইন / ঘটনা	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
১৭৭৩	রেগুলেটিং অ্যাক্ট	ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম পদক্ষেপ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য; বাংলার গভর্নর-জেনারেল স্থাপন।
১৭৮৪	পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট	ডুয়াল গভর্নমেন্ট চালু: বোর্ড অব কন্ট্রোল (রাজনৈতিক) + কোর্ট অফ ডিরেক্টরস (বাণিজ্যিক)।
"১৮১৩, ১৮৩৩, ১৮৫৩"	চার্টার অ্যাক্ট	"কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা শেষ, প্রশাসন কেন্দ্রীয়করণ, সিভিল সার্ভিসে খোলা প্রতিযোগিতা শুরু।"
১৮৫৮	গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট	১৮৫৭ এর বিদ্রোহের পর কোম্পানি শাসন শেষ; ক্ষমতা ব্রিটিশ ক্রাউনকে হস্তান্তর; ভাইসরয় নিযুক্ত।
১৮৬১	ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট	আইনসভায় আইন প্রণয়নে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ; আইনসভা প্রতিষ্ঠা।
১৮৯২	ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট	কাউন্সিল সম্প্রসারিত; ভারতীয়দের সীমিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া।
১৯০৯	মর্লে-মিন্টো সংস্কার	আলাদা নির্বাচনী ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য চালু; ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি।
১৯১৯	মন্টাগু-চেলমসফোর্ড সংস্কার	প্রদেশে দ্বৈত শাসন (রিজার্ভ ও ট্রান্সফার্ড বিষয়); দ্বি-সদন কেন্দ্রীয় আইনসভা।
১৯৩৫	গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট	"বৃহত্তম আইন; অল-ইন্ডিয়া ফেডারেশন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ফেডারেল কোর্ট প্রস্তাব।"
১৯৪৬	কেবিনেট মিশন প্ল্যান	সংবিধান রচনার জন্য কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠন প্রস্তাব।
১৯৪৭	ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স অ্যাক্ট	ভারত বিভক্ত; কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান; ভারত স্বাধীন।

QUICK REVISION – ভারতের সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ আগমন ও কোম্পানি শাসন (১৬০০–১৮৫৮)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

- ১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রাথমিকভাবে পূর্ব ইন্ডিজে বাণিজ্যের জন্য, পরে ভারতে সক্রিয়।

দিবানী অধিকার

- ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় রাজস্ব ও সিভিল বিচার অধিকারের অধিকার পায়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

- কোম্পানির শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ ক্রাউন শাসনের শুরু।

কোম্পানি শাসনের আইনি পদক্ষেপ (১৭৭৩–১৮৫৮)

আইন	মূল বিষয়বস্তু
"রেগুলেটিং অ্যাক্ট, ১৭৭৩"	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণের প্রথম আইন; বাংলার গভর্নর-জেনারেল (ওয়ারেন হেস্টিংস) ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন; কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট।
"পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৭৮৪"	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা: বোর্ড অব কন্ট্রোল (রাজনৈতিক) ও কোর্ট অব ডিরেক্টরস (বাণিজ্যিক)।
"চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৩৩"	ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত (লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক); কোম্পানির বাণিজ্যিক দায়িত্ব শেষ; সিভিল সার্ভিসে প্রতিযোগিতা চালু।
"চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৫৩"	আইনসভা গঠন; সিভিল সার্ভিসে খোলা প্রতিযোগিতা; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় আইসিএস অফিসার।

ব্রিটিশ ক্রাউন শাসনের আইন (১৮৫৮–১৯৪৭)

আইন	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
"গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৮৫৮"	কোম্পানি শাসনের অবসান; ব্রিটিশ ক্রাউন শাসন শুরু; গভর্নর-জেনারেলকে ভাইসরয় পদে উন্নীত করা হয় (প্রথম ভাইসরয়: লর্ড ক্যানিং)।
"ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট, ১৮৬১"	আইনসভায় অ-সরকারী ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি; মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থা স্বীকৃতি।
"ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট, ১৮৯২"	বাজেট আলোচনা ও প্রশ্ন করার অধিকার প্রদান; অ-সরকারী সদস্য মনোনয়ন।
"মর্লে-মিন্টো সংস্কার, ১৯০৯"	নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু; মুসলমানদের জন্য আলাদা ভোটব্যবস্থা; ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি (সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা ভাইসরয়ের কাউন্সিলে যোগদান)।
"মন্টাগু-চেলমসফোর্ড সংস্কার, ১৯১৯"	প্রদেশে দ্বৈত শাসন (Reserved ও Transferred subjects); দ্বি-সদন কেন্দ্রীয় আইনসভা; পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা।
"সিমন কমিশন, ১৯২৭"	"শুধুমাত্র ব্রিটিশ সদস্যদের কমিশন, ভারতীয় বর্জিত, রাউন্ড টেবিল সম্মেলনের সূত্রপাত।"
"কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড, ১৯৩২"	সংখ্যালঘু জাতি ও শোষিত জাতির জন্য আলাদা ভোটব্যবস্থা; গান্ধী-অম্বেদকরদের মধ্যে পুনা চুক্তি।
"গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫"	"বৃহত্তম আইন; ফেডারেশন প্রস্তাব, তিনটি তালিকা (ফেডারেল, প্রাদেশিক, সম্মিলিত); রিজার্ভ ব্যাংক ও ফেডারেল কোর্ট গঠন; ভোটাধিকার বৃদ্ধি।"

রিজার্ভ ব্যাংক ও ফেডারেল কোর্ট

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI)

➢ হিল্টন-ইয়াং কমিশনের প্রস্তাব (১৯২৬), ১৯৩৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৭ থেকে মুম্বাইয়ে কার্যক্রম শুরু।

ফেডারেল কোর্ট

➢ ১৯৩৭ সালে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত; প্রথম প্রধান বিচারপতি: মোরিস গুইয়ার; বর্তমান সুপ্রিম কোর্ট ১৯৫০ সালে শুরু।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

মূল বিষয়	বিস্তারিত
তারিখ	ঘোষণা: ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭; কার্যকর: ১৫ আগস্ট ১৯৪৭।
বিভাজন পরিকল্পনা	মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান (৩ জুন ১৯৪৭); কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গ্রহণ।
মূল ধারা	ব্রিটিশ শাসন সমাপ্ত; ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্র; ভাইসরয় থেকে গভর্নর-জেনারেল; কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আইন প্রণয়ন ক্ষমতায়।
রাজারাজা রাজ্য	"ভারত, পাকিস্তান অথবা স্বাধীন থাকা নির্বাচন করতে পারবে।"
সিভিল সার্ভিস	স্বাধীনতার পরও সুবিধা বজায় থাকবে।

স্বাধীনতার পর প্রধান দায়িত্বপালকদের নাম

পদবী	ব্যক্তি
প্রথম ভারতীয় গভর্নর-জেনারেল	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী	জওহরলাল নেহরু
পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল	মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

Toppersnotes
Unleash the topper in you

2 অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধান গঠনের ইতিহাস (Making of the Constitution)

গুরুত্বপূর্ণ সাল ও ঘটনা (Important Years and Events)

সাল	ঘটনা
1922	মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দাবি জানান
1928	নেহরু রিপোর্ট – ভারতীয়দের দ্বারা সংবিধান তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা
1934	এম. এন. রায় সর্বপ্রথম সংবিধান সভার ধারণা দেন
1939	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু
1940	আগস্ট প্রস্তাব – সংবিধান সভার দাবি আংশিকভাবে মেনে নেওয়া
1942	ক্রিপস মিশন পাঠানো হয় ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাবসহ
1942	ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু
1945	"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ , শিমলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত"
1946	কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা – সংবিধান সভা গঠনের প্রস্তাব
1946	সংবিধান সভা গঠন ও প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
1947	লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় নিযুক্ত
1947	৩রা জুন পরিকল্পনা (মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা) ঘোষণা
1947	ভারত স্বাধীনতা আইন পাস
1947	ভারত ও পাকিস্তান বিভাজন
1948	সংবিধানের খসড়া উপস্থাপিত
1949	"২৬ নভেম্বর , সংবিধান গৃহীত"
1950	"২৬ জানুয়ারি , সংবিধান কার্যকর – প্রজাতন্ত্র দিবস"

সংবিধান গঠনের মূল ধাপসমূহ (Key Developments in the Making of the Constitution)

প্রাথমিক ধাপ (Early Developments)

- ১৭ মে ১৯২৭ – মোতিলাল নেহরু বম্বে কংগ্রেস অধিবেশনে সংবিধানের প্রস্তাব আনেন
- ১৯ মে ১৯২৮ – সর্বদলীয় সম্মেলন, নেহরু কমিটি গঠিত
- ১০ আগস্ট ১৯২৮ – নেহরু রিপোর্ট পেশ; মৌলিক অধিকার ও দায়িত্বশীল সরকার প্রস্তাবিত
- ১৯৩৪ – এম. এন. রায় সংবিধান সভার ধারণা দেন
- ১৯৪০ – আগস্ট প্রস্তাব – ভারতীয়দের সংবিধান তৈরির অধিকার স্বীকৃত

ক্রিপস মিশন (Cripps Mission - 1942)

- স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস স্বাধীনতার পর ভারতকে সংবিধান গঠনের প্রস্তাব দেন
- মুসলিম লীগ এটি প্রত্যাখ্যান করে পৃথক সংবিধান সভার দাবি তোলে

শিমলা সম্মেলন (Simla Conference - 1945)

- লর্ড ওয়াভেল আহ্বায়ক
- মুসলিম ও হিন্দু প্রতিনিধিত্ব সমতা – কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতবিরোধে ব্যর্থ

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan - 1946)

- প্রেরক: লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, এ. ভি. আলেকজান্ডার
- সংবিধান সভা: মোট সদস্য – ৩৮৯ , (ব্রিটিশ ভারত – ২৯৬, দেশীয় রাজ্য – ৯৩)
- ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ – প্রথম সভা, ডঃ সচ্ছিদানন্দ সিনহা অস্থায়ী সভাপতি
- ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬ – ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও স্বাধীনতা (Mountbatten Plan & Independence – 1947)

- ৩ জুন, ১৯৪৭ – রাজ্যগুলি ভারত বা পাকিস্তান বেছে নিতে পারবে
- ৪ জুলাই, ১৯৪৭ – ভারত স্বাধীনতা বিল পেশ
- ২৬ জুলাই – পাকিস্তানের সংবিধান সভা গঠিত
- ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ – ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন

সংবিধান সভার কার্যক্রম (Constituent Assembly Work – 1947–1950)

- ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ – সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠিত
- ৩১ অক্টোবর ১৯৪৭ – সদস্যসংখ্যা ২৯৯ -এ নেমে আসে
- ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ –
  - ✓ ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত
  - ✓ জাতীয় পতাকা গৃহীত – (২২ জুলাই ১৯৪৭)
  - ✓ জাতীয় সংগীত ও গান গৃহীত
  - ✓ সংবিধান সভার শেষ অধিবেশন

সংবিধান সভার গুরুত্বপূর্ণ কমিটি (Key Committees of Constituent Assembly)

কমিটি	চেয়ারম্যান
খসড়া কমিটি	ডঃ বি. আর. আম্বেডকর
ইউনিয়ন ক্ষমতা কমিটি	জওহরলাল নেহরু
প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
মৌলিক অধিকার ও সংখ্যালঘু কমিটি	সর্দার প্যাটেল
প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কমিটি	ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
স্টিয়ারিং কমিটি	কে. এম. মুনশী
ইউনিয়ন সংবিধান কমিটি	জওহরলাল নেহরু

সংবিধান রচনার ধাপ (Drafting the Constitution)

- ২৯ আগস্ট ১৯৪৭ – খসড়া কমিটি গঠন , সভাপতি: ডঃ আম্বেডকর
- ৪ নভেম্বর ১৯৪৮ – প্রথম পাঠ শুরু
- ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ – তৃতীয় পাঠ শেষে সংবিধান গৃহীত
- ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ – কার্যকর ও প্রজাতন্ত্র দিবস ঘোষিত

সংবিধান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Key Facts)

- মূল সংবিধানে ছিল: ৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তফসিল
- প্রস্তাবনা (Preamble) ছিল সবচেয়ে শেষে গৃহীত অংশ
- সমাপ্তিতে সময় লেগেছিল: ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন
- ২৬ জানুয়ারি বেছে নেওয়া হয় ১৯৩০ সালের পূর্ণ স্বরাজ দিবস স্মরণে

সংসদীয় রূপান্তর (Parliamentary Transition)

সময়কাল	ভূমিকা
২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ – ১৭ এপ্রিল ১৯৫২	অস্থায়ী সংসদ হিসেবে কাজ করে সংবিধান সভা
মে ১৯৫২	প্রথম নির্বাচিত সংসদ গঠিত

Toppersnotes
Unleash the topper in you

3 অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের উৎসসমূহ (Sources of the Indian Constitution)

ভারতীয় সংবিধান একটি বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান, যা বিভিন্ন দেশের সংবিধান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। নিচে একটি সারণির মাধ্যমে এই উৎসগুলি উপস্থাপন করা হলো:

সংবিধানের উৎস ও গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ (Sources and Features Borrowed)

উৎস দেশ / আইন	গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ
"ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ (British Influence)"	➢ যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো (Federal Scheme) ➢ রাজ্যপালের পদ (Office of the Governor) ➢ জনসেবা কমিশন (Public Service Commission) ➢ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার সহ যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো (Federal Structure with a Strong Centre) ➢ অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে (Residuary Powers with the Centre) ➢ রাজ্যপাল নিয়োগ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা (Appointment of State Governors)
ব্রিটিশ সংবিধান	➢ আইনের শাসন (Rule of Law) ➢ সংসদীয় শাসনব্যবস্থা (Parliamentary Form of Government) ➢ একক নাগরিকত্ব (Single Citizenship) ➢ মন্ত্রিসভা ব্যবস্থা (Cabinet System) ➢ বিধান প্রণয়ন পদ্ধতি (Legislative Procedure) ➢ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ (Bicameralism)
মার্কিন সংবিধান (USA)	➢ ন্যায়িক পর্যালোচনা (Judicial Review) ➢ মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) ➢ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা (Independent Judiciary) ➢ ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া (Impeachment Process) ➢ উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি (Vice President as Rajya Sabha Chairman) ➢ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি অপসারণ প্রক্রিয়া
আইরিশ সংবিধান	➢ রাষ্ট্রের নীতিমালার নির্দেশিকা (Directive Principles of State Policy) ➢ উচ্চকক্ষের সদস্য মনোনয়ন (Nomination to Rajya Sabha) ➢ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি
কানাডিয়ান সংবিধান	➢ শক্তিশালী কেন্দ্রসহ যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো (Federation with Strong Centre) ➢ অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ➢ রাজ্যপালের নিয়োগ কেন্দ্রের দ্বারা

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান	➢ সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি (Amendment Procedure) ➢ রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি
সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান (USSR)	➢ মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties) ➢ ন্যায়ের আদর্শ – সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক (Ideals of Justice)
ফরাসি সংবিধান	➢ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা (Republican System) ➢ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ (Liberty, Equality, Fraternity – প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত)
জার্মান (Weimar) সংবিধান	➢ জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকার স্থগিতের বিধান (Suspension of Fundamental Rights during Emergency)
অস্ট্রেলিয়ান সংবিধান	➢ সমলম্বিত তালিকা (Concurrent List) ➢ পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনের ব্যবস্থা (Joint Sitting of Parliament)

গুরুত্বপূর্ণ টিপস (Important Tips)

- ভারতীয় সংবিধান একটি সংকর (Hybrid) সংবিধান, যা বিভিন্ন দেশের সেরা বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংহত করেছে।
- আইরিশ ও মার্কিন সংবিধান থেকে সর্বাধিক সামাজিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে।
- ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও একক নাগরিকত্ব ।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

4 অধ্যায়

ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of the Indian Constitution)

মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ (Salient Features)

1. **বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান**
   - ✓ ভারতের সংবিধান হলো বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান ।
   - ✓ মূলত এতে ছিল ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ (Articles) , ২২টি ভাগ (Parts) এবং ৮টি তফসিল (Schedules) ।
   - ✓ বর্তমানে এতে রয়েছে ৪৪৮টি অনুচ্ছেদ , ২৫টি ভাগ , এবং ১২টি তফসিল ।
   - ✓ বিশ্বের প্রথম আধুনিক লিখিত সংবিধান: আমেরিকান সংবিধান ।
   - ✓ ব্রিটিশ সংবিধান হলো একটি অলিখিত সংবিধান -এর উদাহরণ।
   - ✓ ভারতের মূল সংবিধানটি হাতে লিখেছিলেন প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা ।
   - ✓ এর অলংকরণ করেন নন্দলাল বসু ।
   - ✓ একক সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের জন্য প্রযোজ্য (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতিক্রম ছিল ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের আগে)।
2. **আংশিক কঠোর এবং আংশিক নমনীয় (Partly Rigid, Partly Flexible)**
   - ✓ ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সংবিধানে সংশোধন আনতে পারে।
3. **সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা (Parliamentary Form of Government)**
   - ✓ লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে।
   - ✓ রাষ্ট্রপতি নামমাত্র প্রধান, প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।
4. **মূল অধিকারসমূহ (Fundamental Rights)**
   - ✓ তৃতীয় ভাগে (Part III) উল্লেখিত; অনুচ্ছেদ ১২-৩৫ ।
   - ✓ প্রথমে ছিল ৭টি মৌলিক অধিকার ।
   - ✓ ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা সম্পত্তির অধিকার সরিয়ে দেওয়া হয়।
   - ✓ বর্তমানে আছে ৬টি মৌলিক অধিকার ।
   - ✓ এগুলি আদালতের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য এবং বাধ্যতামূলক ।
5. **রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (DPSP)**
   - ✓ চতুর্থ ভাগে (Part IV) , অনুচ্ছেদ ৩৬-৫১ এ উল্লেখিত।
   - ✓ আইরিশ সংবিধান থেকে গৃহীত।
   - ✓ উদ্দেশ্য: সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।
   - ✓ এটি আদালতের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক নয় ।
   - ✓ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত:
     - সাম্যবাদী (Socialistic)
     - গান্ধিয়ান (Gandhian)
     - উদারনৈতিক (Liberal)

ToppersNotes Unleash the topper in you

6. **মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties)**

✓ ৪২তম সংশোধনী (১৯৭৬) দ্বারা সংযোজিত।

✓ স্বরণ সিং কমিটি -র সুপারিশে যুক্ত হয়।

✓ চতুর্থ-'ক'-ভাগ (Part IV-A) , অনুচ্ছেদ ৫১A -তে উল্লেখিত।

✓ প্রথমে ছিল ১০টি কর্তব্য , পরে ৮৬তম সংশোধনে (২০০২) ১১তম কর্তব্য যুক্ত হয়।

7. **সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার (Universal Adult Franchise)**

✓ অনুচ্ছেদ ৩২৬ অনুযায়ী, প্রত্যেক নাগরিক ভোট দিতে পারে।

✓ প্রাথমিকভাবে ভোটের বয়স ছিল ২১ বছর ।

✓ ৬১তম সংশোধনী (১৯৮৯) দ্বারা ১৮ বছরে নামিয়ে আনা হয়।

8. **জরুরি অবস্থার বিধান (Emergency Provisions)**

✓ ভারতের সংবিধানে তিন ধরণের জরুরি অবস্থা আছে:

প্রকার	**অনুচ্ছেদ**	**বর্ণনা**
জাতীয় জরুরি অবস্থা	৩৫২	যুদ্ধ বা বাহ্যিক আক্রমণের সময়
রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা (President's Rule)	৩৫৬	কোনও রাজ্যে সাংবিধানিক সংকট
আর্থিক জরুরি অবস্থা	৩৬০	দেশের অর্থনৈতিক স্থিতি বিপন্ন হলে

9. **তিন-স্তর বিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থা (Three-Tier Government System)**

✓ ৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধনী দ্বারা সংবিধানে সংযুক্ত।

✓ এর মাধ্যমে পঞ্চায়েত রাজ ও পৌরসভার (Municipality) সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সংক্ষিপ্তভাবে মনে রাখুন:

বৈশিষ্ট্য	**সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ/সংশোধনী**
মৌলিক অধিকার	অনুচ্ছেদ ১২-৩৫
মৌলিক কর্তব্য	অনুচ্ছেদ ৫১A (৪২তম সংশোধনী)
DPSP	অনুচ্ছেদ ৩৬-৫১
ভোটাধিকার	অনুচ্ছেদ ৩২৬ (৬১তম সংশোধনী)
জরুরি অবস্থা	"৩৫২, ৩৫৬, ৩৬০"

5

অধ্যায়

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble of the Indian Constitution)

ভূমিকা (Introduction)

প্রস্তাবনা (Preamble) হলো ভারতের সংবিধানের ভূমিকা বা পরিচিতি অংশ ।

এটি মূলত উদ্দেশ্য প্রস্তাব (Objective Resolution) -এর পরিবর্তিত রূপ, যা ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে জওহরলাল নেহরু উপস্থাপন করেন এবং ২২ জানুয়ারি ১৯৪৭ -এ গৃহীত হয়।

মাত্র একবারই পরিবর্তিত হয়েছে — ১৯৭৬ সালে , ৪২তম সংশোধনী আইন দ্বারা।

৪২তম সংশোধনী (1976) – প্রস্তাবনায় পরিবর্তন

তিনটি নতুন শব্দ সংযোজিত হয়:

- Socialist (সমাজতান্ত্রিক)
- Secular (ধর্মনিরপেক্ষ)
- Integrity (অখণ্ডতা)

প্রস্তাবনা কি সংবিধানের অংশ?

বছর	মামলার নাম	সিদ্ধান্ত
১৯৬০	বেরুবাড়ি মামলা	প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়
১৯৭৩	কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য	প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ বলে ঘোষণা

প্রস্তাবনার উপাদানসমূহ (Components of the Preamble)

প্রস্তাবনায় ভারতকে ঘোষণা করা হয়েছে:

- Sovereign (সার্বভৌম)
- Socialist (সমাজতান্ত্রিক)
- Secular (ধর্মনিরপেক্ষ)
- Democratic (গণতান্ত্রিক)
- Republic (গণরাজ্য)

প্রস্তাবনায় উল্লেখিত গৃহীত হওয়ার তারিখ : ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯

সংবিধান কার্যকর হয় : ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০

প্রস্তাবনার মূল শব্দগুলোর ব্যাখ্যা (Key Terms in the Preamble)

1. **Sovereign (সার্বভৌম)**
   - ✓ ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন, কোনও বিদেশি শক্তির অধীন নয় ।
2. **Republic (গণরাজ্য)**
   - ✓ রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত হন , বংশগত রাজা নন।
   - ✓ Article 12 (Part III): "State" শব্দের সংজ্ঞা দেয়।

3. **Socialist (সমাজতান্ত্রিক) – [৪২তম সংশোধনীতে সংযোজিত]**
   - ✓ সম্পদের সমবণ্টন ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।
4. **Secular (ধর্মনিরপেক্ষ) – [৪২তম সংশোধনীতে সংযোজিত]**
   - ✓ রাষ্ট্রের কোনও নিজস্ব ধর্ম নেই , সকল ধর্মের প্রতি সমান আচরণ করা হয়।
5. **Democratic (গণতান্ত্রিক)**
   - ✓ "Demos" = People, "Kratia" = Rule → অর্থাৎ " জনগণের শাসন "
   - ✓ জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে ।
   - ✓ "এক ব্যক্তি, এক ভোট" নীতিতে সমান রাজনৈতিক অধিকার ।

প্রস্তাবনার লক্ষ্যসমূহ (Objectives of the Preamble)

1. **Justice (ন্যায়বিচার)**

ধরন	প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
Social	Article 38	মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।
Political	Articles 325-326	সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার।
Economic	Article 39	"সমান কাজের জন্য সমান মজুরি , অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস।"

2. **Liberty (স্বাধীনতা)**
   - ✓ চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা ।
   - ✓ Article 19 : মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ।
   - ✓ Articles 25-28 : ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ।
3. **Equality (সমতা)**
   - ✓ আইনের সামনে সমতা এবং আইনের সমান সুরক্ষা ।
   - ✓ Article 14-15 : সমতার অধিকার ।
   - ✓ "Equality before Law" → ব্রিটিশ সংবিধান থেকে।
   - ✓ "Equal Protection of Law" → আমেরিকান সংবিধান থেকে।
4. **Fraternity (ভ্রাতৃত্ববোধ)**
   - ✓ সব নাগরিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য গঠন।
   - ✓ Article 51(A) (মৌলিক কর্তব্য):
     - ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা ,
     - সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

মনে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বিষয়	প্রাসঙ্গিক তথ্য
প্রস্তাবনার উৎস	Objective Resolution (1946)
সংশোধন	৪২তম সংশোধন (1976)
গৃহীত	২৬ নভেম্বর ১৯৪৯
কার্যকর	২৬ জানুয়ারি ১৯৫০
সংশোধিত শব্দ	"Socialist, Secular, Integrity"
মামলার রায়	"Berubari (না), Kesavananda Bharati (হ্যাঁ)"

Toppersnotes
Unleash the topper in you